মেহেরুন্নিসা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আতিক হেলাল

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় ৫৪/১, নর্থসাউথ রোডে অবস্থিত মেহেরুন্নিসা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। ঐ সময়ে হাতিরপুল, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ও ভূতেরগলি এলাকা ও এর আশেপাশে মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, কবি ও লেখক সাবির আহমদ চৌধুরীর সহধর্মিনী মেহেরুন্নিসা চৌধুরী স্থানীয় দানশীল নিঃসন্তান আকলিমা বেগমের কাছ থেকে দেড়বিঘা জমি ক্রয় করে মেয়েদের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তৈরী করার কাজে হাত দেন। এই মহতী উদ্যোগের সাথে একাত্ম হয়ে দানশীলা আকলিমা বেগম এই দেড় বিঘার সাথে আরও একবিঘা জমি দান করেন। এ সময় তৎকালীন স্কুল কমিটির পক্ষে সেক্রেটারী আশরাফউদ্দিন আহমদ এবং মেহেরুন্নিসা চৌধুরী ও আকলিমা বেগমের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যাতে উল্লেখ থাকে যে, স্কুলটি প্রাথমিক পর্যায়ে মেহেরুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচালিত হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটির নামকরণ হবে 'মেহেরুন্নিসা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আকলিমাবাগ'। সৈয়দা আকলিমা বেগমের নামানুসারে উক্ত এলাকার নাম আকলিমাবাগ এবং স্কুল ও কলেজের হোস্টেল, বিজ্ঞানাগারের নামকরণ হবে আকলিমা বেগমের নামেই। উভয়পক্ষের মধ্যে আরও চুক্তি হয় যে, দানকৃত জমি/সম্পত্তিতে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত সম্পত্তি ঐ স্কুল কলেজের সম্পত্তি বলেই গন্য হবে। এই চুক্তি মোতাবেক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল ভবনের নির্মাণকাজ তদরকি ও নকশা নির্মাণে সহযোগিতা করেন শহীদ আসাদের বড়ভাই প্রকৌশলী রশিদুজ্জামান। প্রাথমিক নির্মাণ কাজের সিংহভাগ আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করেন জনাব সাবির আহমদ চৌধুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল কানিজ হায়দার এই তথ্য জানান। তিনি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নানাবিধ সমস্যা-সংকট, চড়াই-উৎরাই এবং ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয়েছে। সম্প্রতি এ ধরনের একটি ষড়যন্ত্র বেশ জোরেশোরে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ দানশীলা নিঃসন্তান আকলিমা বেগমের পালিত কন্যা পরিচয়ধারী জনৈক মহিলা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামে দানকৃত জমি দখল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে আসছেন। এক পর্যায়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয়কৃত ও দানকৃত সমুদয় সম্পত্তি জাল করা হয়েছে বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মামলাও দায়ের করেন। বারংবার সতর্ক করার পরও তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি ও চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে তিনি যা খুশি তাই করতে থাকেন। ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল কানিজ হায়দার জানান, আকলিমা বেগমের পালিত কন্যা পরিচয়ে তাকে প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীয়ানের সহকারী এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালে জনাব সাবির আহমদ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈকালিক শিফটে আকলিমা বেগমের নামানুসারে একটি বালিকা মাদ্রাসা চালু হয়েছিল, যার পরিচালনায় ছিলেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক একিউ আবদুল ওয়াদুদ। মাদ্রাসায় শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু উক্ত পালিত কন্যা ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াই মাদ্রাসাটিকে একটি স্কুলে পরিণত করে নিজে তার প্রধান শিক্ষিকা হয়ে বসেন। এরপর তিনি তার সহস্যজনক ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে কলেজটির প্রিন্সিপাল হবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। কিন্তু সচেতন এলাকাবাসী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিরোধে তার এই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি এ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টাও চালান। তবে বর্তমানে স্থানীয় সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপে সেসব অশুভ তৎপরতা বাহ্যত বন্ধ হলেও উক্ত পালিত কন্যা পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেন, যা এখনও চলছে। কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই এ প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের তৎপরতাও চলছে। চক্রান্তকারীরা এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কিছু পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নানান কুৎসা ও অপপ্রচার চালায় যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত টিম পাঠায়– যাদের তদন্ত রিপোর্টে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে প্রমাণিত হয়। তদুপরি মিথ্যা মামলাসহ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চালানো বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও অনেকটা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিতে নিবেদিতপ্রাণ। বর্তমানে গরীব-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে পড়া ও হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করার জন্যও পরিচালনা পরিষদ একটি উদ্যোগ নিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক কুচক্রী দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবর একটি স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

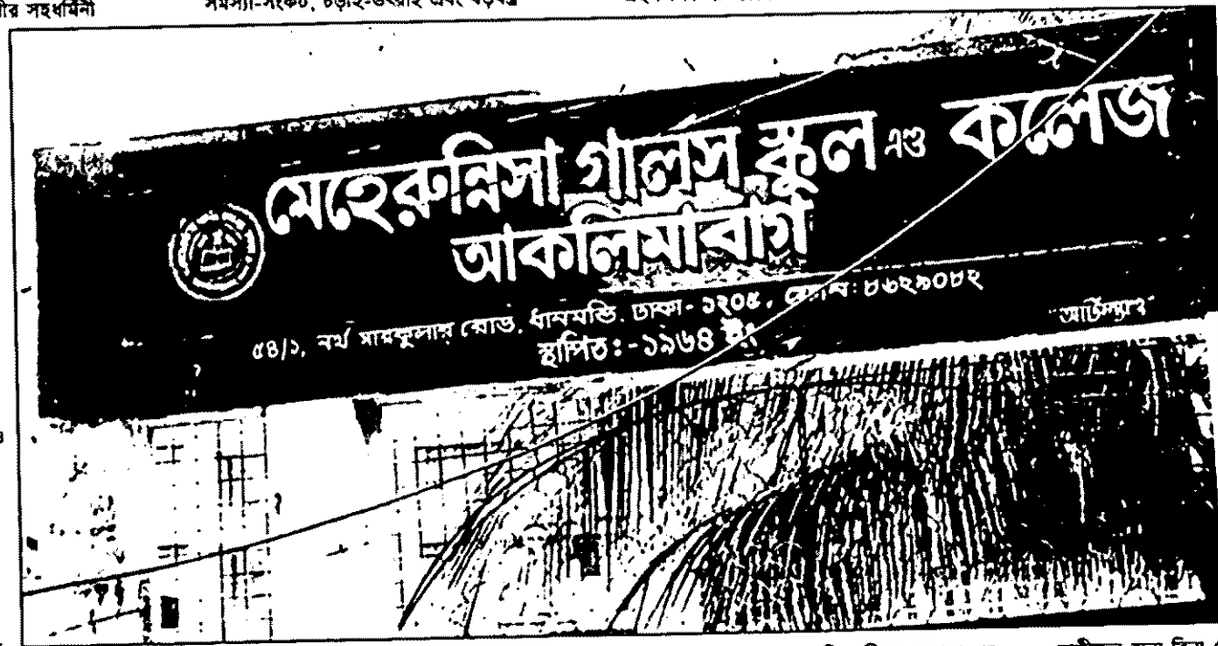

পেশাকিলাব
তারিখ ... 26 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...